



21534 - অন্যান্য ধর্মে ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

প্রশ্ন

ইসলাম নিয়ে আমার কিছু সংশয় আছে, আপনি কিসেগুলো আমাকে স্পষ্ট করতে পারবেন? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী? সকল অমুসলিম কি পাপী; যহেতে তারা আল্লাহ ও ইসলামের অনুসরণ করে না? কোনো অমুসলিমের জন্য কি ইসলামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতের প্রবেশ করা সম্ভব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের বোধন হলো: সেগুলো সবই হয় বানোয়াট ও বাতলি অথবা রহতি।

বানোয়াট ও বাতলি ধর্মে উদাহরণ: প্রাচীন আরবদের মূর্তি ও পাথর পূজা।

রহতি ধর্মসমূহ: সসেব নবীদের আনীত ধর্ম যারা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে এসেছিলেন। এগুলো মূলত সঠিক ছিল, কারণ এদের উৎস ছিল আল্লাহর কাছ থেকে। কিন্তু ইসলাম এসে সেগুলোর স্থান গ্রহণ করেছে। তবে, এটি মূল আকাদি-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নয়; যমেন আল্লাহর পরচয়, ফরেশেতা, জান্নাত ও জাহান্নাম। কারণ এসব বিষয়ে সকল রাসূল একমত। বরং পার্থক্য হলো ইবাদতের পদ্ধতি ও আল্লাহর নকৈট্য লাভের উপায়গুলোর ক্ষেত্রে। যমেন: নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে। তবে নবীদের অনুসারীদের মধ্যে যারা উত্তরসূরী তাদের থেকে আকাদি বকিত্তি ও শরিক জড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম এসে সেগুলো স্পষ্ট করেছে এবং মানুষকে সেই সহীহ আকাদির দিকে ফরিয়ি এনছে যা পূর্ববর্তী নবীরা নিয়ে এসেছিলেন।

আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: উমর (রাঃ) তাওরাতের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! (এগুলো) তাওরাতের কিছু সারসংক্ষেপে, যা আমি ‘ধনু যুরাইক’ গোত্রের এক ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে যাইদ (যাকে আযানরে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল) বললেন: “আল্লাহ কিতোমার বুদ্ধি লোপ করে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কী অবস্থা তা কদিকেতে পাচ্ছ না?” তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: “আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে এবং কুরআনকে ইমাম (অনুসৃত) হিসেবে মনে নিয়ে সন্তুষ্ট।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে



গলে। অতঃপর তিনি বললেন: “সহী সত্যার শপথ যার হাতে মুহাম্মদরে প্রাণ! যদি মুসাও তোমাদরে মাঝে উপস্থিতি থাকতনে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করে আমাকে ছেড়ে দিতে, তাহলে তোমরা সুদূর গম্যমতসমূহের মধ্যে আমার অংশ, আর আমনিবীগণের মধ্যে তোমাদরে অংশ।” [হাদীসটি আহমাদ (১৫৪৩৭) বর্ণনা করছেন]

ইবনে হাজার রাহমিহুল্লাহ বলেন: “...এই হাদীসের সকল বর্ণনা মিলিয়ে, যদিও এককভাবে কোনোট দলিলযোগ্য নয়, তবুও সগেলের সমষ্টি প্রমাণ করে যে হাদীসটির একটি ভিত্তি রয়েছে।” [ফাতহুল বারী: (১৩/৫২৫)]

এর দলীল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম চাইলে তার কাছ থেকে তা সচো কখনও গ্রহণ করা হবে না। সে আখিরাতে ক্ষতগ্রিস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

ইমাম ত্বাবারী রাহমিহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: “মহান আল্লাহ এর দ্বারা বুঝিয়েছেন: যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মকে নজিরে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে চাইবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে তা কখনও কবুল করবেন না। “এবং সে আখিরাতে ক্ষতগ্রিস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে” অর্থাৎ আল্লাহর রহমত লাভ থেকে নজিদেরকে বঞ্চিতকারী।” [তাফসীরুত তাবারী: (৩/৩৩৯)]

ইসলাম তাদেরকে শুধু পাপী হিসেবে নয়, বরং কাফির হিসেবে দেখে। যারা চরিকাল জাহান্নামে থাকবে, যমেনটি পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সে ক্ষতগ্রিস্ত হয়ে জাহান্নামে থাকবে, সেখান থেকে বের হবে না। কোনও কাফিরের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভবপর নয়; যতক্ষণ না সে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

“যারা আমার আয়াতসমূহকে (নিদর্শনসমূহকে) অবশিঁবাস করে এবং সগেলের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখায়, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না সুচরে ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (অর্থাৎ সুইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যমেন অসম্ভব তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও তমেন অসম্ভব) আর এভাবেই আমি অপরাধীদের শাস্তি দিই।” [সূরা আল-আ'রাফ: ৪০]



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন: “সেই সত্যার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মতের যে কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, তারপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে; সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [হাদীসটি মুসলিমি বর্ণনা করেছেন]

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি তিনি যেন অন্যান্য ধর্মের সত্যান্বযী ব্যক্তিদেরকে ইসলাম ও কুরআন নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধানের পথ দেখান এবং আল্লাহ তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন ও তাদের বুককে ইসলামে প্রবশে করার জন্য প্রশস্ত করে দেন।